শেষ দিবস

اليوم الآخر – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

اليوم الآخر

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الثامنة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤١٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)

اليوم الآخر – بنغالي / الزلفي

٢٤ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٤-٢٠-٨١٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-القيامة أ. العنوان

ديوي ٢٤٣ ١٧/٢٩٦٣

رقم الإيداع : ١٧/٢٩٦٣

ردمك : ٤-٢٠-٨١٣-٩٩٦٠

أحكام اليوم الآخر

শেষ দিবস

ঈমানের ছয়টি রুকুনসমূহের মধ্যে একটি হলো, শেষ দিবসের উপর ঈমান আনা। সুতরাং কোনো মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে শেষ দিবসের ব্যাপারে ক্বুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সুন্নতে যা এসেছে, তার উপর ঈমান আনবে। শেষ দিবস সম্পর্কে জানা এবং তার কথা বেশি বেশি স্মরণ করা অতীব প্রয়োজন। কারণ, তা মানুষের আত্মশুদ্ধি, আল্লাহভীরুতা সৃষ্টি হওয়া এবং দ্বীনের উপর অবিচল থাকার ক্ষেত্রে বড়ই প্রভাব ফেলে। মানুষের অন্তর কঠোর হওয়া এবং পাপ করতে সাহস করার মূলেই হচ্ছে এ দিন ও তার ভয়াবহতার ব্যাপারে উদাসীনতা। এ দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ﴾ [المزمل:١٧]

"অতএব যদি তোমরা অস্বীকার করো, তাহলে কি করে অত্মরক্ষা করবে সেইদিন, যেদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে।" (সূরা মুযাম্মিল ১৭) তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج:١-٢]

“হে মু’মিনগণ! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে; (আর জেনে রাখো যে,) নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। আর মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন।” (সূরা হাজ্জ ১-২)

মৃত্যুঃ মৃত্যু হলো প্রত্যেক প্রাণীর এই দুনিয়ার শেষ পরিণতি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران ١٨٥]

“প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে।” (আল-ইমরান ১৮৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرَّحمن:٢٦]

“ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল।” (সূরা রাহমান ২৬) আল্লাহ তাঁর নাবী মুহাম্মাদ-ﷺ-কে সম্বোধন ক’রে বললেন,

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [الزُّمر:٣٠]

“নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরও মৃত্যু হবে।” (যুমার ৩০) সুতরাং এই পৃথীবিতে কোনো মানুষের জন্য চিরস্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ তাআ’লা বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾ [الأنبياء:٣٤]

"আমি তোমার পূর্বে কোনো মানুষের জন্য অনন্ত জীবন দান করিনি।" (সূরা আম্বিয়া ৩৪)

নিম্নে বিশেষ কিছু জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হচ্ছে। আর তা হলো,

মৃত্যু সম্পর্কীয় কিছু বিষয়

১। অধিকাংশ মানুষই মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন, অথচ তা হলো এমন সুনিশ্চত জিনিস যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাই মুসলিমের উচিত তার (মৃত্যুর) কথা বেশি বেশি স্মরণ করা এবং সময় শেষ হওয়ার আগেই সৎকর্মের পুঁজি সঞ্চয় ক'রে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

((اِغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ، حَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ)) [رواه الإمام أحمد]

"পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যবান মনে কর, তোমার জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে, তোমার সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, তোমার অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে এবং তোমার স্বচ্ছলতা-প্রাচুর্যকে দরিদ্রতার পূর্বে।" (আহমদ) জেনে রেখো, মৃত্যু ব্যক্তি পার্থিব কোনো সম্পদ কবরে বয়ে নিয়ে যাবে না। তার সাথে থাকবে

কেবল তার আমল। সুতরাং নেক কাজের পাথেয় সংগ্রহ করতে আগ্রহী হোন, যা চিরস্থায়ী আনন্দ এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর আযাব থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ দিবে।

২। মানুষের জীবনের সময়সীমা এমন একটি রহস্য ও গোপন বস্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। সুতরাং কেউ জানে না যে, সে কখন মরবে অথবা কোন্ স্থানে মরবে। কারণ, এটা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান, যা এক ও এককভাবে মহান আল্লাহই জানেন।

৩। মৃত্যু যখন এসে যাবে, তখন তা প্রতিহত করা অথবা পিছিয়ে দেওয়া কিংবা তা থেকে পলায়ন করা সম্ভব হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف:٣٤]

"আর প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। সুতরাং যখন তাদের সময় আসবে, তখন মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।" (সূরা আ'রাফ ৩৪)

৪। মু'মিনের নিকট যখন মৃত্যু আসে, তখন মালাকুল মাউত (আত্মা কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা) মনোহর রূপ ও আকৃতি নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হোন। সুগন্ধে ভরে যায় পরিবেশ। তাঁর সাথে থাকেন রহমতের ফেরেশতা, যাঁরা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصِّلت:٣٠]

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর তারা এরই উপর প্রতিষ্টিত থাকে, তাদের নিকট ফেরশ্তারা অবতরণ করেন (আর তারা বলেন,) ভয় করো না এবং চিন্তা করো না। তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে নাও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।" (সূরা ফুসসিলাত ৩০)

পক্ষান্তরে সে (মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি) যদি কাফের হয়, তাহলে মৃত্যুর ফেরেশতা ভীতিপ্রদ আকৃতি ধারণ ক'রে ও কালো চেহারা নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হোন এবং তাঁর সাথে থাকেন আযাবের ফেরেশ্তা, যাঁরা তাকে আযাবের দুঃসংবাদ দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣]

"যদি তুমি দেখতে পেতে (তখনকার অবস্থা) যখন যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রায় থাকবে, আর ফেরেশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবেন, তোমাদের প্রাণ বের করো। আজ তোমাদেরেক অবমাননাকর শাস্তি দান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর আয়াত গ্রহণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে।" (সূরা আনআম ৯৩)

মৃত্যু এসে গেলে সত্য উম্মোচিত হয়ে যাবে এবং আসল তত্ত্ব প্রত্যেক মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠]

"যখন তাদের (পাপীদের) কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ করো। যাতে আমি ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে পারি। না, এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র, তাদের সামনে (এখন) বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা মূ'মিনূন ৯৯) মৃত্যু এসে গেলে কাফের ও পাপী সৎকর্মাদি সম্পাদন করার জন্য পুনরায় পর্থিব জীবনে ফিরে যেতে চাইবে। কিন্তু সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর অনুতপ্ততা কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا العَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشُّورى:٤٤]

"আর সীমালংঘনকারীরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তুমি ওদেরকে বলতে শুনবে, আমাদের কি ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় আছে?" (সূরা শূরা ৪৪)

৫। মহান আল্লাহর তাঁর বান্দাদের প্রতি এটা এক বিশেষ দয়া যে, যার মৃত্যুর পূর্বে শেষ বাক্য হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ مِنَ الدُّنْيَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [أخرجه أبوداود]

"দুনিয়ার যার শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবূ দাঊদ) কারণ, এমন মুমূর্ষ অবস্থা ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কালিমার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে তা উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না। নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণায় তা ভুলে যাবে। এ কারণে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (পড়ার কথা) স্মরণ করিয়ে দেওয়া সুন্নত। নাবী কারীম-ﷺ-বলেছেন,

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) [رواه مسلم ٩١٦]

"তোমরা তোমাদের মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে বলো।" (মুসলিম ৯১৬) তবে তার উপর বেশী চাপ সৃষ্টি করবে না, কারণ, সে বিরক্ত হয়ে কোনো অসংগত কথা বলে দিতে পারে।

কবর

কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল। যে কবরে মুক্তি লাভ করবে, পরবর্তী মঞ্জিলগুলি তার জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যে কবরে মুক্তি লাভ করবে না, পরবর্তী মঞ্জিলগুলোতে তাকে আরো কঠিন অবস্থার

সম্মুখীন হতে হবে। আনাস থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ)) قَالَ: ((يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟)) قَالَ: ((فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ)) قَالَ: ((فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ)) قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ((فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا)) ((وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ)) [رواه البخاري ومسلم ١٣٣٨، ٢٨٧٠]

"বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী-সঙ্গীরা ফিরে যায়, তখন সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। দু'জন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসান এবং তাকে বলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, সে যদি মু'মিন হয়, তহলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, দেখো, জাহান্নামে তোমার একটি স্থান ছিলো, তার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, সে তখন উভয় স্থানই অবলোকন করবে। পক্ষান্তরে কাফের অথবা মুনাফিক্ব হলে বলবে, আমি জানি না, লোকেরা যা বলত,

আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তোমার জ্ঞান ছিলো, আর না তাদের অনুসরণ করেছিলে, যাদের জ্ঞান ছিলো। অতঃপর লোহার হাতুড়ি দিয়ে তার ঘাড়ের উপর এক প্রচন্ড আঘাত করা হবে। ফলে সে এমন চিৎকার করবে যে, মানুষ ও জ্বিন ছাড়া কবরের পার্শ্বস্থ সব কিছুই তা (চিৎকার) শুনতে পাবে।" (বুখারী ১৩৩৮, মুসলিম ২৮৭০)

কবরে মানুষের দেহে আত্মা ফিরে আসার বিষয়টি আখেরাত সম্পর্কীয় হেতু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পৃথিবীতে তা অনুধাবন করতে পারে না। তবে মুসলিমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত ব্যক্ত করেছেন যে, মানুষ যদি মু'মিন হয়, অফুরন্ত সুখ-শান্তি পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহেল সে তার কবরে আরাম উপভোগ করবে। আর যদি সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়, আল্লাহ যদি তাক মাফ না করেন, তাহলে শাস্তি ভোগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (غافر:٤٦)

"সকাল-সন্ধ্যায় ওদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে (সেদিন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) ফিরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।" (সূরা গাফির ৪৬) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) [رواه مسلم ٢٨٦٧]

“কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।” (মুসলিম ২৮৬৭) সুষ্ঠু বিবেক তা (কবরের আযাবের কথা) অস্বীকার করতে পারে না। কারণ, মানুষ পার্থিব জীবনে তার কাছাকাছি জিনিস দেখে। ঘুমন্ত মানুষ অনুভব করে যে, তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর সে চিৎকার ক’রে সাহায্য প্রর্থনা করছে, কিন্তু তার পাশের ব্যক্তি এ সম্পর্কে কিছুই অনুভব করে না। অথচ জীবন ও মরণের মধ্যে বিরাট তফাৎ।

কবরের শাস্তি দেহ ও প্রাণ (আত্মা) উভয়ের উপর হবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ)) [رواه الترمذي ٢٣٠٨]

“কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল, যদি এখানে পরিত্রাণ পেয়ে যায়, তাহলে তার পরে পরিত্রাণ পাওয়া আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে পরিত্রাণ না পায়, তাহলে পরে পরিত্রাণ পাওয়া আরো কঠিন হয়ে যাবে।” (তিরমিযী ২২৩০) প্রত্যক মুসলিমের উচিত খুব বেশি বেশি কবরের আযাব থেকে পানাহ চাওয়া। বিশেষ করে নামাযের সালাম ফিরার পূর্বে। সেই সাথে পাপ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করবে। পাপ হল, কবর ও জাহান্নামের আযবের প্রধান কারণ। কবরের আযাব বলা হয়, কারণ অধিকাংশ মানুষকে কবরে দাফন করা হয়। তবে যে পানিতে ডুবে যায় অথবা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে

যায় কিংবা যাকে হিংস্র পশু খেয়ে ফেলে, তারাও বারযাখে আযাব ও আরাম ভোগ করে।

কবরের আযাব বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন, লোহার হাতুড়ি ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করা, কবরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেওয়া, জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া, জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া এবং তার জঘন্য কাজগুলোর একজন কুশ্রী দুর্গন্ধময় মানুষের রূপ ধারণ ক'রে তার সাথে কবরে থাকা। বান্দা কাফের ও মুনাফিক্ব হলে আযাব অব্যাহত থাকবে। পাপী মু'মিনের পাপ অনুসারে আযাব বিভিন্ন প্রকারের হবে। আর সে আযাব নির্দিষ্ট সময়ের পর বন্ধ হয়ে যেতেও পারে।

পক্ষান্তরে মু'মিন কবরে আরাম ও পরম সুখ উপভোগ করবে। কবরকে তার জব্য প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আলো দিয়ে তার কবর সমুজ্জ্বল করা হবে। জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যেখান থেকে সুঘ্রাণ বাতাস তার কবরে প্রবেশ করবে এবং তার সৎকর্মসমূহকে এমন এক সুদর্শন ব্যক্তির রূপে রূপান্তরিত করা হবে যে, তার সংস্পর্শে সে বড়ই স্বস্তি ও শান্তি অনুভব করবে।

কিয়ামত ও তার কিছু নিদর্শনঃ

১। মহান আল্লাহ বিশ্বকে চিরস্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং এমন এক দিন আসবে যেদিন এ দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর সেদিনটাই হবে কিয়ামত দিবস। এটা এমন সত্য যে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [غافر:٥٩]

"কিয়ামত অবশ্যম্ভবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না।" (সূরা গাফির ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [سبأ:٣]

"কাফেররা বলে, আমরা কিয়ামতের সম্মুখীন হব না। বলো, অবশ্যই তোমাদেরকে তার সম্মুখীন হতে হবে।" (সূরা সাবা ৩) আর কিয়ামত অতি নিকটেই। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [القمر:١]

"কিয়ামত আসন্ন।" (সূরা ক্বামার ১) তিনি আরো বলেন,

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء:١]

"মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।" (আম্বিয়া ১) তবে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারটা মানুষের অনুমানের মাপকাঠি এবং তাদের জ্ঞান ও জানাশুনার আলোকে নয়, বরং সেটা আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং দুনিয়ার গত হওয়া সময় হিসাবে খুবই নিকটবর্তী বলা হয়েছে। কিয়ামত কখন হবে এ জ্ঞান অদৃশ্য সম্পর্কীয়, তাই এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তিনি বলেন,

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

تَكُونُ قَرِيباً﴾ [الأحزاب:٦٣]

"লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে।" (সূরা আহযাব ৬৩) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এমন কিছু নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা কিয়ামত নিটকবর্তী হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। তার মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হলো,

দাজ্জালের আবির্ভাব। সে হবে মানুষের জন্য এক মহাফিতনা। কারণ, মহান আল্লাহ তাকে এমন কিছু অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা দান করবেন, যা দেখে মানুষ ধোঁকায় পড়ে যাবে। সে আকাশকে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। ঘাসকে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিলে উৎপন্ন হবে এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারবে। এ ছাড়া আরো কিছু অলৌকিক কার্যকলাপ। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার ব্যাপারে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, সে কানা হবে এবং দেখতে জান্নাত ও জাহান্নাম মনে হবে এমন জিনিস সাথে করে নিয়ে আসবে। তবে যেটাকে সে জান্নাত বলবে, সেটা হবে জাহান্নাম এবং যেটাকে সে জাহান্নাম বলবে, সেটা হবে, জান্নাত। সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করবে। একটি দিন হবে একটি বছরের সমান। আর একটি দিন হবে একটি মাসের সমান। আর একটি দিন হবে একটি সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মত হবে। মক্কা ও মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর এমন কোনো স্থান থাকবে না, যেখানে সে প্রবেশ করবে না।

কিয়ামতের আরো নিদর্শন হল, মারিয়াম তনয় ঈসা-عليه السلام-এর অবতরণ।

পূর্ব দামেস্কের একটি সাদা মিনারায় ফজরের নামাযের সময় তিনি অবতরণ করবেন। মানুষের সাথে তিনি ফজরের নামায আদায় ক'রে দাজ্জালকে খুঁজে বের ক'রে তাকে হত্যা করবেন।

কিয়ামতের আরো একটি নিদর্শন হল, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়। মানুষ যখন তা দেখবে, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঈমান আনা শুরু করবে, কিন্তু তখন ঈমান আনা কোন কাজে আসবে না। এ ছাড়াও কিয়ামতের আরো অনেক নিদর্শন রয়েছে।

২। সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ও অসৎ লোকদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। আর এটা এইভাবে যে, মহান আল্লাহ কিয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্বে (এক প্রকার) সুঘ্রাণ বাতাস প্রেরণ করবেন, যা মু'মিনদের প্রাণ কবজ করে নিবে। আতঃপর তিনি যখন সৃষ্টিকুলকে মৃত্যু দিয়ে এবং দুনিয়াকে ধ্বংস ক'রে সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে ফুৎকার দেওয়ার নির্দেশ দিবেন। মানুষ তা শোনার সাথে সাথেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ﴾[الزمر: ٦٨]

"সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে, তবে যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে ইচ্ছা

করবেন তারা নয়।" (যুমার ৬৮) আর সেদিনটি শুক্রবার। অতঃপর ফেরেশকাকুল মৃত্যুবরণ করবেন। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ বেঁচে থাকবে না।

৩। মানুষের দেহ (কবরে) ক্ষয় হয়ে যাবে। পিঠের নিম্নভাগের হাড়ের মূলাংশ ব্যতীত সারা দেহ মাটি খেয়ে ফলেব। তবে নবীদের দেহ মাটি খাবে না। আল্লাহ আকাশ হতে এক প্রকার বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে দেহগুলোকে সজীব-সতেজ করবেন। যখন তিনি মানুষের পুনরুত্থানের ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি ইসরাফীল (ফেরেশতা)কে জীবিক করবেন। ইসরাফীল হলেন ফুঁ দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। তিনি শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁ দিবেন এবং আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে পুনরায় জীবিত করবেন। মানুষ তাদের কবরসমূহ থেকে ঐভাবেই উঠবে, যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন। খালি পা, উলঙ্গ শরীর এবং খাতনাবিহীন অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [يس:٥١]

"যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন মানুষ কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে।" (ইয়াসীন ৫১) তিনি আরো বলেন,

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [المعارج:-٤٣-٤٤]

"সেদিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে; (মনে হবে) যেন

তারা কোনো একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অবনত নেত্রে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটাই হলো সেদিন, যার বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।" (আল-মাআ'রিজ ৪৩-৪৪)

কবর হতে সর্বপ্রথম যিনি উঠবেন, তিনি হবেন শেষ নাবী, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ-ﷺ-। আর এ কথা তাঁর পক্ষ থেকেই এসেছে। অতঃপর মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। হাশর প্রান্তর হলো এক প্রশস্ত-বিস্তৃত মাঠ। কাফেরদের হাশর হবে তাদের মুখের উপর (অর্থাৎ, চেহারার উপর ভর দিয়ে চলবে, পা দিয়ে নয়)। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কিভাবে তাদের মুখের উপর হাশর হবে? তিনি-ﷺ-উত্তরে বললেন,

((أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [متفق عليه ٤٧٦٠-٢٨٠٦]

"যে মহান সত্তা তাদরকে পা-দিয়ে চালাতে পারেন, তিনি কি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মুখ দিয়ে চালাতে পারবেন না?।" (বুখারী ৪৭৬০, মুসলিম ২৮০৬)

আল্লাহর যিকির হতে বিমুখ ব্যক্তির হাশর হবে অন্ধাবস্থায়। সূর্য মানুষের অতি নিকটে থাকবে। তাই সৃষ্টিকুল নিজেদের আমল অনুসারে ঘামে আচ্ছন্ন থাকবে; তাদের মধ্যে কারো ঘাম হবে তার গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হবে কোমর পর্যন্ত এবং কেউ ঘামে মুখ পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকবে। সেদিন কয়েক শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয়

দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الله، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي الله، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) [متفق عليه ١٤٢٣-١٠٣١]

"সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ শাসক, যে যুবক আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যে বড় হলো, যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে ঝুলে থাক, যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত ভালবেসে একত্রিত হয় এবং তাঁরই নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়, এমন ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করলে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, এমন ব্যক্তি, চরম গোপনীয়তা রক্ষা ক'রে দান করে, তাই তার বাম হাত জানতে পারে না যে, ডান হাত কি দান করলো, আর সে ব্যক্তি, যে আল্লাহকে নিভৃত-নির্জনে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।" (বুখারী মুসলিম) আর এটা শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং মহিলাদেরকেও তাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। যদি ভাল হয়, তাহলে ভাল প্রতিদান

পাবে। আর যদি মন্দ হয়, তাহলে মন্দ প্রতিদান পাবে। পুরুষদের মত মহিলারাও প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশে শরীক থাকবে।

সেদিন মানুষের চরম পিপাসা লাগবে, যেদিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তবে এ দীর্ঘ সময় মু'মিনদের কাছে এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায়ের মত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে। মুসলিমগণ নাবী কারীম-ﷺ-এর 'হাওযে কাওসারে' আসবে এবং সেখান হতে পান করবে। 'হাওযে কাওসার' আল্লাহন এক বিশেষ দান, যা তিনি কেবল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ-ﷺ-কে দান করবেন। কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মত এই হাওযে কাওসারের পানি পান করবে। তার পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মিস্কের চেয়েও সুগন্ধিময় হবে। তার পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের সমান। যে একবার পান করবে, সে আর কখনোও তৃষ্ণার্ত হবে না।

মানুষ হাশরের মাঠে এক সুদীর্ঘকাল বিচার-ফয়সালা ও হিসাব-নিকাশের জন্য অপেক্ষা করবে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অপেক্ষা ও দাঁড়িয়ে থাকার কাল যখন অতি দীর্ঘ হয়ে যাবে, তখন তারা এমন লোকের খোঁজ করবে, যে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে দিবে যে, তিনি যেন সৃষ্টিকুলের বিচার কার্য শুরু করেন। তাই (প্রথমে) তারা আদম-عليه السلام-এর নিকট আসবে। তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। অতঃপর নূহ-عليه السلام-এর নিকট আসবে, তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। তারপর ইব্রাহীম-عليه السلام-এর নিকট

আসবে, তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। অতঃপর মূসা-ﷺ-এর নিকট আসবে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। তারপর ঈসা-ﷺ-এর নিকট আসবে, তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। পরিশেষে মুহাম্মাদ-ﷺ-এর নিকট এলে তিনি বলবেন, এ কাজ তো আমারই। অতঃপর আরশের নিচে সাজদাবনত হয়ে আমার প্রতিপালকের এমন সব প্রশংসা করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, "হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা তোল এবং চাও, তোমাকে দেওয়া হবে, সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" এরপর আল্লাহ হিসাব-নিকাশের কাজ শুরু করার অনুমতি দেবেন। মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উম্মতের হিসাব সবার আগে হবে।

আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হবে। যদি তার নামায বিশুদ্ধ ও গৃহীত হয়, তাহলে অবশিষ্ট আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। আর যদি নামাযই না থাকে, তাহলে অন্যান্য সমস্ত আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। সেদিন (বান্দাকে) পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তার জীবন কোথায় অতিবাহিত করেছ, যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে, ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে ও কোন্ পথে ব্যয় করেছে এবং সে তার ইলম্ (জ্ঞান) অনুযায়ী কি করেছে।

তবে বান্দাদের পারস্পরিক অধিকারসমূহের ব্যাপারে সর্বপ্রথম রক্তপাত সম্পর্কে বিচার হবে। বিনিময় প্রদান ও প্রতিশোধ গ্রহণ সেদিন নেকী ও গুনাহ দ্বারা সম্পন্ন হবে। সুতরাং এক বক্তির নেকীগুলি নিয়ে তার

প্রতিপক্ষকে দেওয়া হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে প্রতিপক্ষের গুনাহগুলো উক্ত ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। (আর পুলসিরাত হলো, চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম, তরবারির চেয়েও ধারালো পুল। এ পুল জাহান্নামের পৃষ্ঠে স্থাপন করা হবে)। মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী উক্ত পুল পাড়ি দিবে। কেউ চোখের পলকের গতিতে, কেউ হাওয়ার গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে এবং হামাগুড়ি দিয়ে এ পুল অতিক্রম করবে। পুলসিরাতের উপর এমন (লোহার) হূক লাগা থাকাবে, যা কাফেরদেরকে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। কাফের এবং পাপী মু'মিনদের মধ্যে যাকে আল্লাহ চাইবেন, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কাফেররা তো চিরতরে জাহান্নামে থাকবে, তবে (তাওহীদবাদী) পাপী মু'মিনরা, আল্লাহ যত দিন চাইবেন, ততদিন তারা শাস্তি ভোগ করবে, তারপর জান্নাত লাভ করবে।

মহান আল্লাহ নাবীগণ, রাসূলগণ এবং সৎলোকদের মধ্য হতে যাদের জন্য চাইবেন, তাঁদেরকে কোনো কোনো তাওহীদবাদী জাহান্নামীদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন এবং আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে জান্নাতবাসীরা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক স্থানে থেমে যাবে, যাতে তারা একে অপর থেকে বিনিময় ও প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। ফলে এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে

না, যার উপর তার কোনো অপর ভাইয়ের অধিকার রয়ে যাবে, যতক্ষণ না বিনিময় গ্রহণ ক'রে তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেঁড়ার আকৃতিতে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে জবাই ক'রে দেওয়া হবে। আর জান্নাত ও জাহান্নামবাসী এটা অবলোকন করবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! চিরস্থায়ী (হবে), আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নমবাসী! চিরস্থায়ী (হবে), আর মৃত্যু নেই। কেউ যদি আনন্দ ও উল্লাসের কারণে মৃত্যুবরণ করত, তাহলে সীমাহীন আনন্দে জান্নাতবাসীরা মৃত্যুবরণ করত। আর কেউ যদি দুঃখ ও চিন্তায় মরে যেত, তাহলে চরম দুঃখে জাহান্নামবাসীরা মৃত্যুবরণ করতো।

জাহান্নাম ও তার আযাব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة:٢٤]

"তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" (সূরা বাক্বারা ২৪)
আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর সাহাবীদেরকে সম্বোধন ক'রে বললেন,

((نَارُكُمْ هَذِهِ- الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ-جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ))
قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ

وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا)) [رواه ابخاري ومسلم ٣٢٦٥-٢٨٤٣]

"তোমাদের এ আগুন যা আদম-সন্তানেরা জ্বালায়, সে আগুন হলো জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তাঁরা বললেন, এটাই তো জ্বালানোর জন্য যথেষ্ট ছিলো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, এর মধ্যে আরো ৬৯ ভাগ (উত্তাপ ও গরম) বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের জ্বালানী শক্তি একই।" (বুখারী ৩২৬৫, মুসলিম ২৮৪৩)

জাহান্নামের সাতটি স্তর। আর প্রত্যেক স্তরের শাস্তি অন্য স্তরের চেয়ে কঠোরতর হবে। আমল অনুসারে প্রত্যেক স্তরের পৃথক পৃথক লোক রয়েছে। মুনাফিক্করা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। এর আযাব সর্বাপেক্ষা কঠোর। জাহান্নামে কাফরদের শাস্তি অব্যাহত থাকবে, বন্ধ হবে না। যতবারই জ্বলে পুড়ে (ছাই হয়ে) যাবে, পুনরায় চামড়া পরিবর্তন করে দেওয়া হবে, যাত অধিকতর শাস্তি ভোগ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء:٥٦]

"তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে আযাব আস্বাদন করতে থাকে।" (সূরা নিসা ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر:٣٦]

"পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। ওদেরকে মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে ওরা মরবে এবং ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করাও হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক কাফেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।" (সূরা ফাত্বির ৩৬) আর জাহান্নামীদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে ও তাদের গলায় বেড়ী পরানো হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ* سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ [ابراهيم: ٤٩-٥٠]

"সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শিকল দ্বারা বাঁধা অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করে রাখবে তাদের মুখমণ্ডল।" (সূরা ইব্রাহীম ৪৯-৫০)

জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যাক্কুম বৃক্ষ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ* طَعَامُ الْأَثِيمِ* كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ* كَغَلْيِ الحَمِيمِ﴾ [الدخان:٤٣-٤٨]

"নিশ্চয় যাক্কুম গাছ, পাপীর খাদ্য, গলিত তামার মত তা পেটের ভিতর ফুটবে।" (সূরা দুখান ৪৩-৪৮)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস থেকেও জাহান্নামে কঠোর শাস্তি এবং জান্নাতের চরম সুখের কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। নাবী কারীম-ﷺ-বলেছেন,

((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ)) [مسلم]

“কিয়ামত দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে হবে দুনিয়ার সব চেয়ে সুখী ব্যক্তি। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম-সন্তান, তুমি কি কখনো উত্তম কিছু পেয়েছিলে? তোমার জীবনে কি কখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিলো? সে (উত্তরে) বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক! এইভাবে জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন একজন মানুষকে আনা হবে, যে দুনিয়ায় সর্বাধিক দুখী ছিল। অতঃপর তাকে জান্নাতে একবার (মাত্র) চুবানো হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম-সন্তান, তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলে? তোমার উপরে দিয়ে কি কখনো কোনো কঠিন সময় অতিবাহিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক! আমার উপর দিয়ে কখনো কোনো কঠিন সময় অতিবাহিত হয়নি।” (মুসলিম ২৮০৭) কাফের জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাস ভুলে যাবে। মু’মিনও জান্নাতে

ক্ষণের জন্য প্রবেশ করে দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এবং দরিদ্রতা ও কঠিনতা ভুলে যাবে।

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত হলো চিরস্থায়ী ও মর্যাদাপূর্ণ আবাস। এটা আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন তাঁর নেক বান্দাদের জন্য। তাতে আছে এমন নিয়ামত, যা কোনো চোখ দেখিনি, কোনো শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার (সঠিক) ধারণা উদিত হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]

"কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি (পুরস্কার) লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" (সাজদা ১৭) জান্নাতও বিভিন্ন স্তরের হবে। আমল অনুসারে মু'মিনদের স্তর ভিন্ন ভিন্ন হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة:١١]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নতি করবেন।" (মুজাদালা ১১) সেখানে তারা খাবে ও পান করবে যা তাদের মন চাইবে। তাতে আছে স্বচ্ছ পানির নহর, এমন দুধের নহর, যার স্বাদের পরিবর্তন ঘটে না, পরিশোধিত মধুর নহর এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর। তবে তাদের সে শারাব দুনিয়ার শারাবের মত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ* لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ [الصافات: ٤٥-٤٧]

"তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে প্রবাহিত (শারাবের) পানপাত্র, যা হবে শুভ্র উজ্জ্বল, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ওতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং ওতে তারা নেশাগ্রস্তও হবে না।" (সাফফাত ৪৫-৪৭) সেখানে তারা হুরদেরকে বিবাহ করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-(জান্নাতে হুরদের সম্পর্কে) বলেছেন,

((وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا)) [رواه البخاري ٢٧٩٦]

"জান্নাতের এক তরুণী যদি দুনিয়াবাসীর প্রতি একবার উঁকি মেরে দেখে, তাহলে আসমান ও যমীনের মহাশূন্য আলোকিত হয়ে যাবে এবং ভরে যাবে সুগন্ধিতে।" (বুখারী ২৭৯৬)

জান্নাতীদের সব চেয়ে বড় নিয়ামত হবে মহান আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হওয়া। তারা পেশাব-পায়খানা করবে না, পোঁটা ঝাড়বে না এবং থুথুও ফেলবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের এবং তাদের ঘাম মিস্কের মত (সুগন্ধিময়) হবে। তাদের এ নিয়ামত অব্যাহত থাকবে। কোনো দিন শেষ হবে না এবং কমেও যাবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ)) [مسلم]

“যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে স্বাচ্ছন্দ্যে ও চিন্তামুক্ত থাকবে। তার কাপড় কখনো পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন কখনো শেষ হবে না।” (মুসলিম ২৮৩৬) জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ক’রে সবার শেষে যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতে) যে অংশটুকু পাবে, তা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে দশ গুণ শ্রেয় হবে।

আল্লাহ গো! আমরা তোমার নিকট জান্নাত কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইছি!

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	শেষ দিবস
৪	মৃত্যু
৫	মৃত্যু সম্পর্কীয় কিছু বিষয়
৯	যে মৃত্যুর সময় কালিমা পড়বে সে জান্নাতে যাবে
৯	কবর প্রসঙ্গে
১৩	কবরের আযাব বিভিন্ন প্রকারের হবে
১৪	কিয়ামত ও তার কিছু নিদর্শন
১৫	কিয়ামত কখন হবে এ জ্ঞান অদৃশ্য সম্পর্কীয়
১৫	দাজ্জালের আবির্ভাব
১৬	ঈসা-عليه السلام-এর আগমন
১৭	সর্বাপেক্ষা দুষ্ট লোকদের উপর কিয়ামক কায়েম হবে
১৮	সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে
২০	হাওযে কাওসারের বিবরণ
২২	পুলসিরাত স্থাপন করা হবে
২৩	জাহান্নাম ও তার আযাব
২৭	জান্নাতের বিবরণ